যায়যায়দিন

তারিখ 15 MAR 2009
পৃষ্ঠা ... কলাম ...

এনজিওগুলোর অংশগ্রহণে দেশের শিক্ষা কার্যক্রম অর্থবহ হতে পারে

মোহাম্মদ গোলাম নবী

স্বাধীনতার মাসে স্বাধীনতাকে অর্থবহ করতে এনজিওগুলো শিক্ষা বিস্তারে সত্যিকারের ভূমিকা রাখতে পারে। শিক্ষা কার্যক্রম বাস্তবায়নের নামে লুটপাট, অর্থ আত্মসাৎ, ভুয়া বিল জমাদান, ভুয়া নামে উপবৃত্তি বরাদ্দ, স্কুলে একদিন উপস্থিত হয়ে হাজিরা খাতায় পুরো সপ্তাহের স্বাক্ষর করাসহ নানাবিধ দুর্নীতি থেকে শিক্ষা কার্যক্রমকে মুক্ত করার যে সরকারি প্রয়াস, সেখানে এনজিওগুলো অর্থবহ ও গ্রহণযোগ্য ভূমিকা নিয়ে এগিয়ে যাক- এমন কামনাই করেন দেশের শিক্ষানুরাগী প্রতিটি মানুষ।

শিশুর শিক্ষা জীবনের ভিত্তি প্রারম্ভিক শৈশব বিকাশ শিক্ষা, প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা ও প্রাইমারি শিক্ষা ব্যবস্থাকে সর্বাধিক গুরুত্ব দিয়ে দেশে একটি যুগোপযোগী শিক্ষানীতি প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের ওপর সরকার যাতে উপযুক্ত নজর দেয়, সে বিষয়েও পলিসি অ্যাডভোকেসির কাজ করার দায়িত্ব পালন করতে পারে এনজিওগুলো। শিক্ষা শুধু শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর বিষয় নয়। কিংবা বিদ্যালয় ও শিক্ষার্থীর বিষয় নয়। শিক্ষা হলো শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও বিদ্যালয় এবং অভিভাবক ও বাড়ির একটি ত্রিমুখী শক্তির ভারসাম্য অবস্থা। আমাদের দেশে পরিচালকদের সঠিক দিকনির্দেশনা না থাকার সুযোগে ৩৮ বছর ধরে একটি চরম বিশৃঙ্খল অবস্থায় পতিত হয়েছে দেশের ভিত্তি প্রাইমারি শিক্ষাব্যবস্থা।

দেশে বর্তমানে ৬০ হাজার সরকারি ও রেজিস্টার্ড বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় আছে। এগুলোর বেশিরভাগের অবস্থা ভালো নয়। দীর্ঘদিনের ভুলে দুর্বল শিক্ষক, ততোধিক দুর্বল স্কুল ব্যবস্থাপনা কমিটি এবং এক শ্রেণীর দুর্নীতিগ্রস্ত জেলা ও উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা মিলে যে অবস্থা তৈরি হয়েছে, তার পুরোটা জানলে মাথা খারাপ হওয়ার জোগাড় হয়। এ অবস্থা উত্তরণে কি করা যেতে পারে, সে সম্পর্কে আলাপকালে একবার প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরের সাবেক মহাপরিচালক খোন্দকার মো. আসাদুজ্জামান বলেছিলেন, কাজটি কঠিন; কিন্তু অসম্ভব নয়। তিনি বলেছিলেন, বিদ্যালয়গুলোতে কেবল অবকাঠামোগত পরিবর্তনই যথেষ্ট নয়, সেসঙ্গে প্রয়োজন সমাজের সব মানুষের, অভিভাবকের, শিক্ষকের এবং সতীর্থদের দৃষ্টিভঙ্গি ও আচরণে কাঙ্ক্ষিত পরিবর্তন। দেশে মানসম্পন্ন শিক্ষার অনুপস্থিতির কথা উল্লেখ করে তিনি বলেছিলেন, প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে উত্তীর্ণ একজন শিক্ষার্থীকে মূল্যায়নের জন্য ৫০টি প্রান্তিক যোগ্যতা নির্ধারণ করা আছে। এসব যোগ্যতা সবার অর্জন করার কথা থাকলেও অনেক শিক্ষার্থীই সেগুলো পুরোপুরি অর্জন করতে পারে না। এর ফলে তাদের জ্ঞান, দক্ষতা, চিন্তা ও নৈতিকতা প্রত্যাশিত স্তরে উন্নীত হতে পারছে না। মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করার ক্ষেত্রে সবচেয়ে বড় উপাদান মেধাবী ও সুদক্ষ শিক্ষক। যোগ্য ও নিবেদিতপ্রাণ শিক্ষক না থাকলে শত চেষ্টায়ও মানসম্পন্ন শিক্ষা নিশ্চিত করা সম্ভব নয়।

একজন শিক্ষক শিক্ষার্থীদের মনস্তত্ত্ব বুঝতে, তাদের সঠিক উপায়ে ও আকর্ষণীয়ভাবে পাঠদানে সহায়তা করে। ভালো শিক্ষক, কার্যকর প্রশিক্ষণ এবং প্রশিক্ষণ-পরবর্তী তত্ত্বাবধান, এ তিনের সমন্বয় ঘটানো গেলে আমরা মানসম্মত শিক্ষা নিশ্চিত করতে পারবো। আর এ কাজে এনজিওগুলো বড় ধরনের ভূমিকা নিয়ে এগিয়ে আসতে পারে।

এছাড়া এনজিওগুলো দাতা সংস্থার অর্থায়নে সুপরিসর স্কুল ভবন থেকে শুরু করে উপযুক্ত আসবাবপত্র, শিখন-শিক্ষণ সামগ্রী, পরিচ্ছন্ন টয়লেট, বিশুদ্ধ খাবার পানির ব্যবস্থা করতে পারে। যা ছেলেমেয়েদের স্কুলে আসতে উৎসাহিত করবে। এছাড়া কমিউনিটিকে সম্পৃক্ত করার কাজেও এনজিও বড় ধরনের ভূমিকা নিয়ে এগিয়ে আসতে পারে। স্কুলে শিক্ষার সুষ্ঠু পরিবেশ বজায় রাখা এবং প্রয়োজনীয় সব আয়োজন নিশ্চিত করার বিষয়ে স্থানীয় জনসাধারণের সক্রিয় সহায়তার কোনো বিকল্প নেই।

আসাদুজ্জামানের মতো আরো অনেকেই মনে করেন, আমাদের কিছু বিষয় জাতীয় বিষয় হিসেবে গণ্য করা উচিত। যেখানে আমাদের সবার সন্তানের ভবিষ্যতের কথা বিবেচনা করে জাতীয় ঐকমত্য থাকা দরকার এবং সবাই সাধ্যমতো এগিয়ে যাওয়া উচিত।

gnabi1969@yahoo.com